বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ ।

কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ
(কৃষি ঋণ উপ-বিভাগ)

সূত্র নং-এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৪

৩০ আষাঢ়, ১৪১৬
তারিখঃ----------
১৪ জুলাই, ২০০৯

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক এবং
বিআরডিবি ও বিএসবিএল

প্রিয় মহোদয়,

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী ।
Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year (2009-2010).

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যেই কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চলমান বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতিতে দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা সমুন্নত রাখার জন্য অন্যান্য খাতের পাশাপাশি কৃষি তথা পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের যাতে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে সেদিকে আরও বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন। গ্রামীন অর্থনীতির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এই কৌশল গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের দরিদ্রবান্ধব কৃষি নীতি ও ঘোষিত বাজেটের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর জন্য এ যাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১,৫০০ (এগার হাজার পাঁচশত কোটি) টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র শস্য ও ফসল ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং কৃষির সহায়ক খাতসমূহের (যেমন খাদ্যশস্য গুদাম নির্মাণ ও পরিচালনা) পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে এবারের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অতীতে শুধুমাত্র সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করে আসলেও গত বছর থেকে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকগুলিকেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে । বর্তমান বছরেও সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি সকল বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকও এ খাতে ঋণ বিতরণ করবে।

কৃষি/ পল্লী ঋণ ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য একটি কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার মূল দিক এবং বিস্ড়রিত নিম্নরূপঃ

- কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থের যোগান দেয়া কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওড়, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঐ সব অঞ্চলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমুহকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
- প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদেরকে সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের সফলতায় অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়।
- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যভাবে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে আনতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে।
  কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানীর শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবন চাষের জন্য লবন চাষীদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে। ডিসি অফিসে স্থাপিত তথ্যকেন্দ্রে কৃষি ঋণ প্রাপ্তদের নামের তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

২। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীঃ-

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

২.০১। কর্মসূচীর আওতাভূক্ত খাত/ উপখাত সমূহ ঃ-

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতাভূক্ত খাত/উপ-খাত সমূহ (যেমন: স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হ'ল ।

২.০২। ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ ঃ-

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য ও ফসল ঋণ খাতে বিতরণ করতে হবে ।

২.০৩। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ-

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত "ঋণ নিয়মাচার" অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমান, "শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা", ফসল বপন এবং সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী "ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচী" ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এসঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল (যথাক্রমে পরিশিষ্ট-খ, গ ও ঘ)।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না ।

২.০৪। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ঃ-

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে । তবে ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২.৫ একর পর্যন্ড় নির্ধারণ করতে হবে। ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে পাঁচ একরের বেশী জমির জন্য ঋণের আবেদন ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচলিত শর্তে বিবেচনা করতে পারবে।

২.০৫। জামানত ঃ-

২.৫ একর পর্যন্ড় জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothecation)-এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে । তবে ২.৫ একরের বেশী জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণের বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই প্রচলিত শর্তে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে । কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।

২.০৬। আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিবেচনা ঃ-

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে । তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুর" হবার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদন পত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে ।

২.০৭। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ঃ-

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সাধারণভাবে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না ।

২.০৮। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা ঃ-

"লীড ব্যাংক'' পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসল ও অন্যান্য ঋণ প্রদান করবে । তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে । এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখা সমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে ।

২.০৯। কৃষি ঋণ পাশ বই ঃ-

কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ড় বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে । নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে ।

২.১০। মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষ ঃ-

যে সব অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব সে এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট ''গ" তে সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য ।

২.১১। শস্য বহুমুখীকরণ ঃ-

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর'' আওতাভূক্ত ফসলসমূহের (পরিশিষ্ট-''খ" এর ক্রমিক নং: ৬৫-১০০ তে বর্ণিত ফসলসমূহ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ড় প্রয়োজন । ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে ।

২.১২। কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় ঃ-

২.১২.১। বিতরণ ঃ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট "ঘ" তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচী স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ড় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক) এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার ঃ অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বান্ড়বভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে । যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পিঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় সকল ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ড় তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) কৃষি ঋণের core খাতে ঋণ বিতরণ ঃ কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

গ) আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি ঃ- কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তিন (৩) বছর মেয়াদী একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে । অবিরাম ফসল উৎপাদনের সংগে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন । এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা যাবে। দলিলাদি সম্পাদন যথাসম্ভব সহজীকরণ করতে হবে । ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট Power delegate করবে। ঋণ মঞ্জুরীর পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন । ঋণের জামানত, সীমা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বলিত এ নতুন স্কীম কৃষি ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে ।

ঘ) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/আত্ম-সহায়ক গ্রপ এর সাথে অন্বয় (Linkage) স্থাপন করে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান ঃ-

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কল্পে সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের নিমিত্তে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন ছাড়াও আত্ন-সহায়ক গ্র"প/বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) সমূহের সাথে অন্বয় সাধন করে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে । বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/আত্ম-সহায়ক গ্র"পসমূহ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণের তদারকী করার জন্য ব্যাংকসমূহ যৌক্তিক হারে সাভিস চার্জ প্রদান করতে পারবে । এ ধরণের অন্বয় স্থাপনের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ এবং সার্ভিস চার্জের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে । NGO– Linkage-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এনজিওর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণ যাতে কৃষি ঋণের core খাতসমূহে বিতরণ হয় এবং সুদের হার যাতে ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় পর্যায়ে থাকে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে ।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টীর বিপরীতে কৃষিখাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) তাদের কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার একটি অংশ NGO– Linkage-এর মাধ্যমে বিতরণ করবে।

ঙ) স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ-

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষীরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.১২.২। আদায় ঃ

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্ড়ি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচীর আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে । কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে । স্মরণ রাখতে হবে ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে । ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণী বিন্যাসকরণের প্রেক্ষিতে আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় । এছাড়া, ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ।

২.১৩। কৃষি ঋণের সুদ ঃ-

কৃষি/পল্লী ঋণের উপর ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করবে। তবে কৃষক/ভোক্তা পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি/পল্লী ঋণের উপ-খাতওয়ারী সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে অবহিত করবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সরল হারে সুদ আরোপের প্রচলিত বিধান বহাল থাকবে ।

২.১৪। মনিটরিং ব্যবস্থাঃ-

২.১৪.১। ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ঋণ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানীর স্বীকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্ব-স্ব ব্যাংক মনিটরিং ইউনিট গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

২.১৪.২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত কৃষি ঋণ নীতিমালা বাস্ড়বায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাপক মনিটরিং কৌশল/পদ্ধতি প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগে একটি "কৃষি ঋণ মনিটরিং সেল" গঠন করা হয়েছে। কৃষি ঋণ নীতিমালার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উক্ত সেল মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যাপক মনিটরিং করবে। কৃষি ঋণ সংক্রান্ড় অফসাইট এবং অনসাইট সুপারভিশন ছাড়াও উক্ত সেল এসংক্রান্ড় অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ড় সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোতে কৃষি ঋণ মনিটরিং সেল স্ব-স্ব এলাকার আওতাধীন ব্যাংকসমুহের কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.০০। অগ্রাধিকার খাত সমূহ ঃ-

৩.০১। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদানঃ

কৃষি ঋণ সুবিধা বর্গাচাষীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র লাঘবকরণ কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওড়, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ঘ) প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে ঋণ প্রদান ঃ- ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমান ০.৪৯৪ একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমান ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) তথা বর্গাচাষীদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে । কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষীরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোনো প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র না পাওয়া গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষীদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সঠিকতা সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে বর্গাচাষীর জাতীয় পরিচয়পত্র **(National ID Card)** থাকতে হবে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক **Farmers' ID Card** এর প্রচলন করা হলে এক্ষেত্রে উহাও প্রযোজ্য হবে। প্রকৃত বর্গাচাষী সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষী যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে । বর্গাচাষীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে । বর্গাচাষী যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে ''আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি" নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে । বর্গাচাষীর নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

৩.০২। শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান ঃ

ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেকসময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

যে সকল অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে শস্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত গুদাম নেই সে সকল স্থানে শস্য গুদাম স্থাপন করলে ফসলচাষী এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উভয়েই উপকৃত হতে পারে। সে জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে দরকারী ছোট বড় শস্য গুদাম নির্মানের জন্য কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় প্রয়োজনীয় ঋণ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৩.০৩। সফল কৃষকদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদেরকে সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন। এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ঋণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্য থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদেরকে তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যাবে।

৩.০৪। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ঋণ প্রদান ঃ-

৩.০৪.১। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান ঃ

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও পুকুরে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশী মাছ (কৈ, মাগুর ও শিং), রুই, কাতলা, মৃগেল ও মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্যও ঋণ প্রদান করা যাবে । সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করবে ।

৩.০৪.২। দক্ষিণাঞ্চলের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান ঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে - মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩.০৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান ঃ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবিদের ঋণ প্রদান করতে পারবে । সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবিরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে ।

৩.০৫। পশুসম্পদ ও পোল্ট্রীখাতের উন্নয়নের জন্য ঋণ ঃ-

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল । পশুসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পশুসম্পদ নীতিমালার বাস্ড়বায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পশুসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাত সমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । পাশাপাশি, পশুখাদ্য প্রস্তুতকারীগণকে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে ।

খ) হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতকারীগণকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে । এছাড়া কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে ।

উপরোক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় পশুসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৩.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ ঃ-

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্ড়চালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন -ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি উপখাতে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্ভিন্ন, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার ইউরিয়া **(USG)** তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এটিডিপি বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে ।

৩.০৬.১।ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরী হলে অনেক সময় কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য কৃষি যন্ত্র হিসাবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক শাখা হতে অন্ড়ত একটি করে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.০৭। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণ ঃ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানী বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এধরণের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার ঘোষিত ২% রেয়াতী হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এ খাতে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ হচ্ছে না। সেজন্যেই আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশেই ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভূট্টার উৎপাদন বাড়াতে উক্ত ফসলসমূহ চাষের জন্য প্রকৃত কৃষকদেরকে ২% হারে কৃষি ঋণ

দিতে হবে। রেয়াতী হার সুদে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচাই সাপেক্ষে সুদ ভর্তুকী প্রদান করবে ।

(চলমান পাতা-৭)

৩.০৮। নার্সারী স্থাপনের জন্য ঋণ ঃ-

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুয়ায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে । এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করতে পারবে ।

৩.০৯। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ ঃ-

চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ব্যয় সংক্রান্ড় তথ্য সংগ্রহ করে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩.১০। লবণ চাষীদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের একটি বড় অংশ সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় লবন চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। লবন চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ লবণ চাষীদেরকে প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৩.১১ । দারিদ্র বিমোচন খাত/আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান ঃ-

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিওিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষকরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাংগানো, চিড়া/মুড়ি তৈরী, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরী, মোমবাতি তৈরী, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে ।

৩.১২। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান ঃ-

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । বাংলাদেশ কৃষি বাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্ড়র্ভূক্ত করবে ।

৪। সার্বিক কৃষি ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঃ-

ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয় । সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৫। তথ্য বিবরণী সরবরাহ ঃ-

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ড় নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে । এছাড়া, বিদ্যমান বিবরণীসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করার প্রচলিত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে ।

৬। ব্যাংকসমূহ কৃষি/পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য উপরোক্ত নীতিমালাসমূহ আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণ করবে।

৭। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী যথারীতি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে এবং ৩০ জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ড় চলবে।

(চলমান পাতা-৮)

৮। উপরোক্ত নীতিমালা ও নিয়মাচারের আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নির্ধারিত কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর বিস্তারিত প্রণয়নপূর্বক তা বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করবে। প্রণীত কর্মসূচীর বিস্ড়রিত ও জারীকৃত নির্দেশাবলীর একটি অনুলিপি অত্র বিভাগে যথাশীঘ্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

সংযোজনী ঃ বর্ণনানুযায়ী ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষরিত
(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৯৪৭

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী ঃ খাত/ উপখাত ।

১। **স্বল্প মেয়াদী ঋণ** ঃ-

১.১। ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি) ।

(গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভূট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি) ।

(ঘ) তুলা

(ঙ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু, শাক-সব্জি ইত্যাদি) ।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবন চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী কর্মকান্ড (কলা ও বিবিধ) ।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ ।

২। **মেয়াদী ঋণ** ঃ-

২.১। সেচযন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

গ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/রোয়ার পাম্প/ট্রেডল পাম্প ।

২.২। পশুসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু / মহিষ

খ) পশুসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল / ভেড়ার খামার

গ) হাঁস / মুরগীর খামার (পোল্ট্রী)

(চলমান পাতা- ii)

২.৪। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester)

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৫। নার্সারী ও উদ্যান ভিত্তিক ফসল (কলা, আনারস, বাউকুল, আপেলকুল ইত্যাদি) ।

২.৬। পান বরজ ।

২.৭। মাশরুম চাষ

২.৮। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড ।

২.৯। গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ী ইত্যাদি) ।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা ।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদী কর্মকান্ড (রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম এবং তুঁত গাছ চাষ, ইত্যাদি) ।

পরিশিষ্ট "খ"

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ২০০৯-২০১০ইং অর্থবছর ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুসম সার *	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক)	**দানা শস্য**											
১।	আউশ (উফশী)	৩৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	২১০০	৭০০০	২৮০০	১৬৯০০	১৬৯০০	৮৪৫০০	২৮১৭
২।	আউশ (স্থানীয়)	১৭৫০	৪০০	০	২৫০	১৬০০	৫০০০	২৫০০	১১৫০০	১১৫০০	৫৭৫০০	১৯১৭
৩।	রোপা আমন (উফশী)	৩৮০০	৫০০	১০০০	৬০০	২১০০	৭০০০	৩৮০০	১৮৮০০	১৮৮০০	৯৪০০০	৩১৩৩
৪।	রোপা আমন (স্থানীয়)	২০০০	৪০০	০	৩০০	১৬০০	৫০০০	৩০০০	১২৩০০	১২৩০০	৬১৫০০	২০৫০
৫।	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭০০	৪০০	০	২৫০	১৬০০	৪৫০০	২৫০০	১০৯৫০	১০৯৫০	৫৪৭৫০	১৮২৫
৬।	বোরো হাইব্রিড	৬০০০	১৩২০	৫০০০	৭০০	২২০০	৮৫০০	৪০০০	২৭৭২০	২৭৭২০	১৩৮৬০০	৪৬২০
৭।	বোরো (উফশী)	৫৫০০	৫০০	৫০০০	৭০০	২৫০০	৮০০০	৪০০০	২৬২০০	২৬২০০	১৩১০০০	৪৩৬৭
৮।	বোরো (স্থানীয়)	২০০০	৪০০	২২০০	২৫০	১৬০০	৫৫০০	৩০০০	১৪৯৫০	১৪৯৫০	৭৪৭৫০	২৪৯২
৯।	গম (সেচকৃত)	৩৭০০	৩২০০	১২০০	২৫০	১৮০০	৫৫০০	৩৩০০	১৮৯৫০	১৮৯৫০	৯৪৭৫০	৩১৫৮
১০।	গম (সেচবিহীন)	২৮০০	২৬৫০	০	২৫০	১৮০০	৩৭০০	২৫০০	১৩৭০০	১৩৭০০	৬৮৫০০	২২৮৩
১১।	কাউন	১৮০০	১৫০	৭০০	১৫০	১৬০০	২৮০০	১৭০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
১২।	জোয়ার (সরগম)	১৮০০	২০০	৭০০	১৫০	১৬০০	২৮০০	১৭০০	৮৯৫০	৮৯৫০	৪৪৭৫০	১৪৯২
১৩।	বাজরা (পার্লমিলেট)	১৮০০	২৫০	৭০০	১৫০	১৬০০	২৮০০	১৭০০	৯০০০	৯০০০	৪৫০০০	১৫০০
১৪।	বার্লি বা যব	১৫০০	২৫০	১০০০	২৫০	১৬০০	২৪০০	১৭০০	৮৭০০	৮৭০০	৪৩৫০০	১৪৫০
১৫।	চিনা	১৮০০	১৫০	৭০০	১৫০	১৬০০	২৮০০	১৭০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুসম সার *	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(খ) অর্থকরী ফসল												
১৬।	পাট	১৮০০	২৫০	০	৫০০	২২০০	৫৫০০	৩০০০	১৩২৫০	১৩২৫০	৬৬২৫০	২২০৮
১৭।	শন	১২০০	১০০	০	২২০	১০০০	১৮০০	১৬০০	৫৯২০	৫৯২০	২৯৬০০	৯৮৭
১৮।	আখ	৯৮০০	২০০০	২৫০০	১৫০০	২৮০০	৯০০০	৫০০০	৩২৬০০	৩২৬০০	৮১৫০০	৫৪৩৩
১৯।	পান	১৯০০০	২৩২০০	৩০০০	১৫০০	৩০০০	২৬৭০০	৫০০০	৮১৪০০	৮১৪০০	৪০৭০০০	১৩৫৬৭
২০।	তুলা (আমেরিকান)	৫৫০০	১০০	১০০০	৩০০০	১২০০	২৪০০	৩৫০০	১৬৭০০	১৬৭০০	৮৩৫০০	২৭৮৩
২১।	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	১৪০০	১৫০	০	১২০০	১২০০	০	৫৫০	৪৫০০	৪৫০০	২২৫০০	৭৫০
(গ)	**রবি ফসল**											
২২।	সীম	২৮০০	১০০	৫০০	৬০০	২২০০	৬৫০০	২৮০০	১৫৫০০	১৫৫০০	৭৭৫০০	২৫৮৩
২৩।	লাল শাক	২৬০০	১৫০	৫০০	২২০	১৬০০	৩৬০০	২৮০০	১১৪৭০	১১৪৭০	৫৭৩৫০	১৯১২
২৪।	পালং শাক	২৪০০	৯০০	৫০০	২২০	১৬০০	৩৬০০	২৮০০	১২০২০	১২০২০	৬০১০০	২০০৩
২৫।	কলমিশাক	২৪০০	৮২৫	৫০০	৩৩০	১৬০০	৩৬০০	১৭০০	১০৯৫৫	১০৯৫৫	৫৪৭৭৫	১৮২৬
২৬।	লাউ	২৮০০	১০০	৬০০	৩৩০	১৬০০	৪৫০০	১৭০০	১১৬৩০	১১৬৩০	৫৮১৫০	১৯৩৮
২৭।	মুলা	৪৩০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	২২০০	৪৫০০	১৭০০	১৬২৫০	১৬২৫০	৮১২৫০	২৭০৮
২৮।	ফুলকপি	৪৩০০	৫০০	১৭০০	৬০০	১৬০০	৯০০০	১৮০০	১৯৫০০	১৯৫০০	৯৭৫০০	৩২৫০
২৯।	বাঁধাকপি	৪৩০০	১০০০	১৭০০	৬০০	১৬০০	৯০০০	১৮০০	২০০০০	২০০০০	১০০০০০	৩৩৩৩
৩০।	ওলকপি	৪৩০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৬০০	৪২০০	১৭০০	১৫৩৫০	১৫৩৫০	৭৬৭৫০	২৫৫৮
৩১।	শালগম	৪৩০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৬০০	৪২০০	১৭০০	১৫৩৫০	১৫৩৫০	৭৬৭৫০	২৫৫৮
৩২।	গাজর	৩৮০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৬০০	৪২০০	১৭০০	১৪৮৫০	১৪৮৫০	৭৪২৫০	২৪৭৫
৩৩।	মটরশুটি	২৪০০	১৬০০	০	৩৩০	১৬০০	৫০০০	১৮০০	১২৭৩০	১২৭৩০	৬৩৬৫০	২১২২
৩৪।	বরবটি	২৪০০	১৬০০	৫০০	৫০০	১৬০০	৫০০০	১৮০০	১৩৪০০	১৩৪০০	৬৭০০০	২২৩৩
৩৫।	লেটুস	২৩৫০	৮২৫	৬০০	২২০	১৬০০	৪০০০	১৭০০	১১২৯৫	১১২৯৫	৫৬৪৭৫	১৮৮৩
৩৬।	বেগুন	৬০০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২২০০	৫৫০০	২৭০০	১৯৬০০	১৯৬০০	৯৮০০০	৩২৬৭
৩৭।	টমেটো	৬০০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২২০০	৫৫০০	২৭০০	১৯৬০০	১৯৬০০	৯৮০০০	৩২৬৭

বিঃ দ্রঃ আমেরিকান তুলা চাষের জন্য টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করা হলে একর প্রতি ইউরিয়া ১০০ কেজির পরিবর্তে ৭৩ কেজি ব্যবহার করতে হবে ।

(চলমান পাতা-৩)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুসম সার *	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ঘ)	**খরিপ সব্জি**											
৩৮।	শসা	৩৮০০	২০০	৬০০	৩৩০	১৬০০	৫৫০০	১৫০০	১৩৫৩০	১৩৫৩০	৬৭৬৫০	২২৫৫
৩৯।	উচ্ছে	৩০০০	৫০০	৫০০	৪০০	১৭০০	৬০০০	১৬০০	১৩৭০০	১৩৭০০	৬৮৫০০	২২৮৩
৪০।	পটল	৩৩০০	২০০০	৭০০	৪৫০	২২০০	৫০০০	২৫০০	১৬১৫০	১৬১৫০	৮০৭৫০	২৬৯২
৪১।	ঢেঁড়শ	৩০০০	২০০	৭০০	৫০০	১৭০০	৩৫০০	১৫০০	১১১০০	১১১০০	৫৫৫০০	১৮৫০
৪২।	মিষ্টি কুমড়া	৩২০০	১০০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৩৫০০	১৫০০	১০৭৩০	১০৭৩০	৫৩৬৫০	১৭৮৮
৪৩।	চালকুমড়া	৩৪০০	১৫০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৫০০০	১৫০০	১২৪৮০	১২৪৮০	৬২৪০০	২০৮০
৪৪।	কাকরোল	৪০০০	১৯০০	৫০০	৫৫০	১৬০০	৮০০০	২০০০	১৮৫৫০	১৮৫৫০	৯২৭৫০	৩০৯২
৪৫।	ঝিংগা	৩৮০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৪০০	৫০০০	১৫০০	১৩০৩০	১৩০৩০	৬৫১৫০	২১৭২
৪৬।	চিচিংগা	৩৮০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৫০০০	১৫০০	১৩২৩০	১৩২৩০	৬৬১৫০	২২০৫
৪৭।	ধুন্দুল	৩৭০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৫০০০	১৫০০	১৩১৩০	১৩১৩০	৬৫৬৫০	২১৮৮
৪৮।	পুঁই	২৬০০	৫৫০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৪৫০০	১৫০০	১১৫৩০	১১৫৩০	৫৭৬৫০	১৯২২
৪৯।	ডাটা	২৬০০	৩০০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৩০০০	১৫০০	৯৮৩০	৯৮৩০	৪৯১৫০	১৬৩৮
৫০।	মরিচ	৮০০০	১০০০	১২০০	১০০০	১৬০০	৬০০০	১৭০০	২০৫০০	২০৫০০	১০২৫০০	৩৪১৭
৫১	পেঁয়াজ	৮০০০	৩৬০০	১২০০	৬০০	১৬০০	৬০০০	১৭০০	২২৭০০	২২৭০০	১১৩৫০০	৩৭৮৩
৫২।	রসুন	৮০০০	৪০০০	১২০০	৬০০	১৬০০	৬০০০	১৭০০	২৩১০০	২৩১০০	১১৫৫০০	৩৮৫০
৫৩।	আদা	৮৫০০	৫০০০০	৭০০	৬০০	২২০০	৬০০০	২৮০০	৭০৮০০	৭০৮০০	৩৫৪০০০	১১৮০০
৫৪।	হলুদ	৫০০০	৯০০০	৫০০	৪০০	১৮০০	৫০০০	২৮০০	২৪৫০০	২৪৫০০	১২২৫০০	৪০৮৩
৫৫।	জিরা	৩৮০০	১১০০	৫০০	৩৩০	১৭০০	৫৫০০	১৭০০	১৪৬৩০	১৪৬৩০	৭৩১৫০	২৪৩৮

(চলমান পাতা-৪)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুসম সার *	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ঙ)	**ফল**											
৫৬।	কলা	৯৫০০	১২১০০	১৮০০	১০০০	২৫০০	৭০০০	৮০০০	৪১৯০০	৪১৯০০	২০৯৫০০	৬৯৮৩
৫৭।	পেঁপে	৯২০০	২৫০০	৭০০	৫০০	২৫০০	৭০০০	৮০০০	৩০৪০০	৩০৪০০	১৫২০০০	৫০৬৭
৫৮।	আনারস (রবি)	৭৮০০	১৬০০০	১৪০০	৫০০	২৫০০	৮০০০	৮০০০	৪৪২০০	৪৪২০০	২২১০০০	৭৩৬৭
৫৯।	আনারস (খরিপ)	৭৮০০	১৬০০০	৭০০	৫০০	২৫০০	৮০০০	৮০০০	৪৩৫০০	৪৩৫০০	২১৭৫০০	৭২৫০
৬০।	তরমুজ	৭০০০	৩০০০	২০০০	৯০০	২৫০০	৭০০০	৪০০০	২৬৪০০	২৬৪০০	১৩২০০০	৪৪০০
৬১।	বাংগী	৩৮০০	৪০০	৭০০	৪০০	২৫০০	৬০০০	৪০০০	১৭৮০০	১৭৮০০	৮৯০০০	২৯৬৭
৬২।	আম	১৪৫০০	১৫০০০	৬০০০	২৫০০	৪৫০০	৬০০০	২০০০০	৬৮৫০০	৬৮৫০০	৩৪২৫০০	১১৪১৭
৬৩।	লিচু	১৪৫০০	৬০০০	৬০০০	৩০০০	৪০০০	৩০০০	২০০০০	৫৬৫০০	৫৬৫০০	২৮২৫০০	৯৪১৭
৬৪।	বাউকুল/আপেলকুল	৪৩০০০	৩৮৪০০	৬০০০	৩০০০	১০৯০০	৪৫০০০	১৫০০০	১৬১৩০০	১৬১৩০০	৮০৬৫০০	২৬৮৮৩
(চ)	**কন্দাল শস্য**											
৬৫।	ধৈঞ্চা	০	৩০০	০	০	১২০০	১২০০	০	২৭০০	২৭০০	১৩৫০০	৪৫০
৬৬।	আলু (উফশী)	৯৫০০	২৮০০০	২৫০০	৩০০০	২৫০০	৬০০০	৫০০০	৫৬৫০০	৫৬৫০০	১৪১২৫০	৯৪১৭
৬৭।	আলু (স্থানীয়)	৪৮০০	১৮০০০	১২০০	৫০০	২৫০০	৪০০০	৩০০০	৩৪০০০	৩৪০০০	৮৫০০০	৫৬৬৭
৬৮।	মিষ্টি আলু	২৭০০	২০০০	৮০০	৪০০	২৫০০	৩৫০০	২০০০	১৩৯০০	১৩৯০০	৬৯৫০০	২৩১৭
৬৯।	কচু	২৭০০	২০০০	৫০০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২০০০	১৩২০০	১৩২০০	৬৬০০০	২২০০
৭০।	ওলকচু	২৭০০	৩০০০	৫০০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২০০০	১৪২০০	১৪২০০	৭১০০০	২৩৬৭
(ছ)	**তৈল বীজ**											
৭১।	সরিষা (উফশী)	৩৪০০	৩০০	১০০০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১২২০০	১২২০০	৬১০০০	২০৩৩
৭২।	সরিষা (স্থানীয়)	৩০০০	২৫০	১০০০	৫০০	২০০০	২৫০০	২০০০	১১২৫০	১১২৫০	৫৬২৫০	১৮৭৫
৭৩।	চীনাবাদাম (খরিপ-১)	৩৪০০	১০০০	০	৫০০	০	২৫০০	২০০০	৯৪০০	৯৪০০	৪৭০০০	১৫৬৭
৭৪।	চীনাবাদাম (খরিপ-২)	৩৪০০	১০০০	০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১১৯০০	১১৯০০	৫৯৫০০	১৯৮৩
৭৫।	চিনা বাদাম (রবি)	৩৪০০	১১০০	১০০০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১৩০০০	১৩০০০	৬৫০০০	২১৬৭
৭৬।	সূর্যমুখী (খরিপ-১)	৩৪০০	২৫০	৫০০	৪০০	২৫০০	২৫০০	১৮০০	১১৩৫০	১১৩৫০	৫৬৭৫০	১৮৯২

(চলমান পাতা-৫)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৭৭।	সূর্যমুখী (খরিপ-২)	৩৪০০	২০০	৫০০	৪০০	২৫০০	২৫০০	১৮০০	১১৩০০	১১৩০০	৫৬৫০০	১৮৮৩
৭৮।	সূর্যমুখী (রবি)	৩৪০০	৮০০	১০০০	৪০০	২৫০০	২৫০০	১৮০০	১২৪০০	১২৪০০	৬২০০০	২০৬৭
৭৯।	সূর্যমুখী (উফশী)	৩৪০০	৮০০	১০০০	৪০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১২৬০০	১২৬০০	৬৩০০০	২১০০
৮০।	তিল (খরিপ)	২৮০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৫০০	১৮০০	১৫০০	৯৫০০	৯৫০০	৪৭৫০০	১৫৮৩
৮১।	তিল (রবি)	২৮০০	১৫০	১০০০	২৫০	২৫০০	১৮০০	১৫০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	১৬৬৭
৮২।	কুসুম ফুল	২২০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৫০০	১৮০০	১৫০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
৮৩।	তিসি	২২০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৫০০	১৮০০	১৫০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
(জ)	**xà½ ÅÏü**											
৮৪।	সয়াবিন (খরিপ)	৩৪০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২৫০০	২০০০	১০৮০০	১০৮০০	৫৪০০০	১৮০০
৮৫।	সয়াবিন (রবি)	৩৪০০	৫৫০	১০০০	৪০০	২০০০	২৫০০	২০০০	১১৮৫০	১১৮৫০	৫৯২৫০	১৯৭৫
৮৬।	মুগডাল (গ্রীষ্মকালীন)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২৫০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
৮৭।	মুগডাল (খরিপ)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৮৮।	মুগডাল(রবি)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৮৯।	মাসকালাই (গ্রীষ্মকালীন)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২৫০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
৯০।	মাসকালাই (খরিপ)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯১।	মাসকালাই (রবি)	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯২।	ছোলা	১৭০০	৫০০	৫০০	৬০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৯১০০	৯১০০	৪৫৫০০	১৫১৭
৯৩।	অড়হর	১৪০০	৩০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৭৯০০	৭৯০০	৩৯৫০০	১৩১৭
৯৪।	মসুর	১৮০০	৭০০	৫০০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৯২০০	৯২০০	৪৬০০০	১৫৩৩
৯৫।	খেসারী	১৬০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯৬।	মটর	২০০০	৬০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
৯৭।	গোমটর	২৪০০	৫০০	০	৪০০	২০০০	২০০০	১৮০০	৯১০০	৯১০০	৪৫৫০০	১৫১৭
৯৮।	ভূট্টা (খরিপ)	৭০০০	১২০০	৫০০	৫০০	২০০০	৩০০০	২০০০	১৬২০০	১৬২০০	৮১০০০	২৭০০
৯৯।	ভূট্টা (রবি)	৯০০০	১২০০	১৫০০	৪০০	২০০০	৩০০০	২০০০	১৯১০০	১৯১০০	৯৫৫০০	৩১৮৩
১০০।	ভূট্টা (হাইব্রিড)	৯০০০	১২০০	১৫০০	৬০০	২০০০	৩০০০	২০০০	১৯৩০০	১৯৩০০	৯৬৫০০	৩২১৭

* প্রয়োজন বোধে জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কমিটিতে (ডিএইপিসি) আলোচনা করে বিভিন্ন সারের মাত্রা নির্গয় করা যেতে পারে ।

** যারা নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদ করেন তাদের জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না ।

পরিশিষ্ট "গ"

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ২০০৯-২০১০অর্থবছর

শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা ।

ফসল (একর প্রতি)
ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রমিক নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১।	আলু-বোনা আউশ	-	আলু ৫৬৫০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৬৮০০০	২০০%
২।	রোপা আমন স্থানীয় আলু-সবুজ সার	রোপা আমন(স্থানীয়) ১২৩০০	আলু ৫৬৫০০	সবুজ সার ২৭০০	৭১৫০০	৩০০%
৩।	আলু-কচু	-	আলু ৫৬৫০০	কচু ১৩২০০	৬৯৭০০	২০০%
৪।	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমুখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	মুগ ৮৩০০	৩৯৫০০	৩০০%
৫।	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমুখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৩৯০০	৩০০%
৬।	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সরিষা ১২২০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৩৭০০	৩০০%
৭।	তুলা-ছোলা	তুলা ১৬৭০০	ছোলা ৯১০০	-	২৫৮০০	২০০%
৮।	মাসকালাই-মুগ বোনা আউশ	মাসকালাই ৮৮০০	মুগ ৮৩০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৮৬০০	৩০০%
৯।	সরিষা-বোনা আউশ	-	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৩৭০০	২০০%
১০।	মাসকালাই-সরিষা মসুর-বোনা আউশ	মাসকালাই ৮৮০০	সরিষা-মসুর ১২২০০+৭০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৩৩২০০	৩০০%
১১।	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন(স্থানীয়) ১২৩০০	-	সরিষা-বোরো(উফশী) ২৬০০০+৩০০	৩৮৬০০	৩০০%
১২।	রোপা আমন (স্থানীয়) সূর্যমুখী-সবুজ সার	রোপা আমন(স্থানীয়) ১২৩০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	সবুজ সার ২৭০০	২৭৪০০	৩০০%
১৩।	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
১৪।	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	কাউন ৮৯০০	২২৮০০	২০০%
১৫।	রোপা আমন(উফশী) আলু-ভূট্টা	রোপা আমন(উফশী) ১৮৮০০	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	ভূট্টা ১৬২০০	৯১৫০০	৩০০%
১৬।	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ+বোনা আমন ১১৫০০+৪০০	২৪১০০	৩০০%
১৭।	রোপা আমন(উফশী) সরিষা-বোনা আউশ	রোপা আমন(উফশী) ১৮৮০০	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৪২৫০০	৩০০%
১৮।	রোপা আমন(স্থানীয়) সরিষা-রোপা আউশ(উফশী)	রোপা আমন(স্থানীয়) ১২৩০০	সরিষা ১২২০০	রোপা আউশ(উফশী) ১৬৯০০	৪১৪০০	৩০০%
১৯।	মূলা-আলু-পাট	-	মুলা-আলু উফশী ৫৬৫০০+১৮০০	পাট ১৩২৫০	৭১৫৫০	৩০০%
২০।	বোনা আমন-আলু-তিল	বোনা আমন ১০৯৫০	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	তিল ৯৫০০	৭৬৯৫০	৩০০%
২১।	রোপা আমন(উফশী) আলু (উফশী - বোনা আউশ)	রোপা আমন(উফশী ১৮৮০০	আলু(উফশী) ৫৬৫০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৮৬৮০০	৩০০%
২২।	সরিষা-পাট	-	সরিষা ১২২০০	পাট ১৩২৫০	২৫৪৫০	২০০%
২৩।	আলু-পাট	-	আলু(উফশী) ৫৬৫০০	পাট ১৩২৫০	৬৯৭৫০	২০০%
২৪।	রোপা আমন (উফশী) আলু(স্থানীয়)বোরো(উফশী)	রোপা আমন(উফশী) ১৮৮০০	আলু (স্থানীয়) ৩৪০০০	বোরো (উফশী) ২৬২০০	৭৯০০০	৩০০%
২৫।	মসুর-পাট	-	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	২২৪৫০	২০০%

(চলমান পাতা-২)

ক্রমিক নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
২৬।	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ৯২০০+৩০০	পাট ১৩২৫০	২২৭৫০	২০০%
২৭।	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ৮৮০০	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	৩১২৫০	৩০০%
২৮।	রোপা আমন(স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	৩৪৭৫০	৩০০%
২৯।	মুলা-মসুর -পাট	-	মুলা+মসুর ১৬২৫০+৭০০	পাট ১৩২৫০	৩০২০০	৩০০%
৩০।	বোনা আমন সরিষা-বোনা আউশ	বোনা আমন ১০৯৫০	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৩৪৬৫০	৩০০%
৩১।	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১০,০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
৩২।	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সয়াবিন ১১৮৫০	পাট ১৩২৫০	৪৩৯০০	৩০০%
৩৩।	সয়াবিন-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সয়াবিন ১১৮৫০	বোনা আউশ+বোনা আমন ১১৫০০+৪০০	২৩৭৫০	৩০০%
৩৪।	মুগ-গম-পাট	মুগ ৮৮০০	গম ১৮৯৫০	পাট ১৩২৫০	৪১০০০	৩০০%
৩৫।	মাসকালাই/মুগ মসুর-বোনা আউশ	মাসকালাই/মুগ ৮৮০০	মসুর ৯২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৯৫০০	৩০০%
৩৬।	রোপা আমন (স্থানীয়) ছোলা-পাট	রোপাআমন(স্থানীয়) ১২৩০০	ছোলা ৯১০০	পাট ১৩২৫০	৩৪৬৫০	৩০০%
৩৭।	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১০,০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
৩৮।	চিনা বাদাম-বোনা আউশ	-	চিনা বাদাম ১৩০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৪৫০০	২০০%
৩৯।	বোনা আমন (উফশী) মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	সবুজসার ২৭০০	৩৫৪০০	৩০০%
৪০।	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-ডিবলিং আউশ	রোপা আমন (উফসী) ১৮৮০০	সয়াবিন ১১৮৫০	ডিবলিং আউশ ১১৫০০	৪২১৫০	৩০০%
৪১।	মিষ্টি আলু-রোপা আমন (উফশী)	-	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	৩২৭০০	২০০%
মিশ্র ফসল						
১।	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ৯২০০+৩০০	-	৯৫০০	২০০%
২।	আখ+আলু	-	আখ+আলু ৩২৬০০+২৮০০০	-	৬০৬০০	২০০%
৩।	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৩২৬০০+৩০০	-	৩২৯০০	২০০%
৪।	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৩২৬০০+৭০০	-	৩৩৩০০	২০০%
৫।	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৩২৬০০+৫০০	-	৩৩১০০	২০০%
৬।	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৩২৬০০+৫৫০	-	৩৩১৫০	২০০%
৭।	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৩২৬০০+১১০০	-	৩৩৭০০	২০০%
রিলে চাষ						
১।	রোপা আমন-সরিষা	রোপা আমন ১২৩০০	সরিষা ৩০০	-	১২৬০০	২০০%
২।	রোপা আমন-খেসারী	রোপা আমন ১২৩০০	খেসারি ৫০০	-	১২৮০০	২০০%
৩।	রোপা আমন-মসুর	রোপা আমন ১২৩০০	মসুর ৭০০	-	১৩০০০	২০০%

বিঃদ্রঃ দ্বিতীয় মিশ্র ফসলের জন্য দাম ধরা হবে । কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভেদে ফসলের বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে ফসল পরিবর্তন হতে পারে । স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সঠিক শস্যক্রম নির্বাচন করতে হবে ।

পরিশিষ্ট "ঘ"

ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচী ঃ ২০০৯-২০১০ইং অর্থবছর ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক)	দানাশস্য			
১।	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ - ১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ০১জুলাই-৩১ আগষ্ট	১৭পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২।	আউশ (স্থানীয়)	০১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ০১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ভাদ্র ০১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩।	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ০১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪।	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ০১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫।	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ মার্চ-৩০ মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬।	বোরো (উফশী)	০১ কার্তিক-০১ চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩০ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ০১ মে-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭।	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ০১ এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮।	গম (সেচকৃত)	১৭ কার্তিক-০১ পৌষ ০১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-০১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯।	গম (সেচবিহীন)	১৭ কার্তিক-০১ পৌষ ০১ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-০১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০।	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১।	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২।	বাজরা (পার্ল মিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩।	বার্লি যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪।	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
খ) অর্থকরী ফসলঃ				
১৫।	পাট	০৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৬।	শন	০৩ ফালুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৭।	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ০১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৮।	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস ।
১৯।	আমেরিকান জাতের তুলা,ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ।	১৭ আষাঢ় - ১৫ আশ্বিন ০১ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর	০১ পৌষ - ০১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর - ১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ শে এপ্রিল
২০।	কুমিল্লা তুলা-বান্দরবন, রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১৮চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	০১ অগ্রাহায়ণ - ১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
গ)	রবি সব্জী ঃ			
২১।	সীম	১৬ শ্রাবন-১৪ আশ্বিন ০১ আগষ্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ০১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২২।	লালশাক	০২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৩।	পালংশাক	৩০ শ্রাবন-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৪।	কলমিশাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবন ৩১ জুলাই
২৫।	লাউ	৩০ আশ্বিন-১লা অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ০১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৬।	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭।	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন

(চলমান পাতা-২)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
২৮।	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯।	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০।	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১।	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২।	মটরশুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩।	বরবটি	০২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৪।	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৫।	ঢেঁড়শ (রবি)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৩৬।	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৩৭।	টমেটো	৩১ শ্রাবন-১৭ পৌষ ১৫ আগষ্ট-৩১ ডিসেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
(ঘ)।	খরিপ সব্জি ঃ			
৩৮।	শসা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৩৯।	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস ।
৪০।	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আমাঢ় ৩০ জুন
৪১।	ঢেঁড়শ (খরিপ)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৪২।	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৪৩।	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৪৪।	করলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস ।
৪৫।	কাকরুল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ০১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৬।	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৭।	চিচিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৮।	ধুন্দুল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৯।	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫০।	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস ।
(ঙ)	মসলা ঃ			
৫১।	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস ।
৫২।	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ০১নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৫৩।	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৫৪।	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ০১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র-১৫ অগ্রহায়ন ০১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী
৫৫।	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ০১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ন-১৭ মাঘ ০১ ডিসেম্বর-৩১ জনুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৬।	জিরা	০৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন

(চলমান পাতা-৩)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণকাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহকাল	
১	২	৩	৪	৫
(চ)	ফল ঃ			
৫৭।	পেঁপে *	১৯ মাঘ -১৭ চৈত্র ০১ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-৩০ কার্তিক ১৫ সেপ্টেম্বর-১৫ নভেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৫৮।	কলা *	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-১৫ অগ্রহায়ন ১৫ সেপ্টেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫৯।	আনারস (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫চৈত্র ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	৩১ ভদ্র-২৯ কার্তিক ১৬ সেপ্টেম্বর-১৪ নভেম্বর (পরের বছর)	০১ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে (পরের বছর)
৬০।	আনারস (খরিপ)	০২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে(পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬১।	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ০১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬২।	বাংগী	১৯ মাঘ-০১ চৈত্র ০১ ফেব্রুযারী-১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ০১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৩	আম	১লা বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫এপ্রিল-১৫জুলাই	১লা বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৫এপ্রিল-১৫আগষ্ট	৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই
৬৪।	লিচু	ফেব্রুযারী- মার্চ	মে-জুন	আগষ্ট-সেপেম্বর(ফসল সংগ্রহের বছর)
৬৫।	বাউকুল/আপেলকুল	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
(ছ)	কনদল শস্য ঃ			
৬৬।	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৬৭।	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৬৮।	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়গ ০১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট
৬৯।	কচু	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবগ -১৪ আশ্বিন ০১ আগষ্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৭০।	ওলকচু	জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর/জানুয়ারী	মে-জুন(পরের বছর)
(জ)	তৈল বীজ শস্য ঃ			
৭১।	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৭২।	সরিষা (স্থানীয়)	০১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৭৩।	চীনা বাদাম (খরিপ-১)	০২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবগ -১৪ আশ্বিন ০১ আগষ্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৭৪।	চীনা বাদাম (খরিপ-২)	৩১ বৈশাখ-১৫ শ্রাবগ ১৫ মে-৩১ জুলাই	১৬ অগ্রহায়ন-১৬ ফাল্গুন ০১ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
৭৫।	চীনা বাদাম (রবি)	০১আশ্বিন ১৬ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট
৭৬।	সূর্যমুখী (খরিপ-১)	০১ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মার্চ-৩১ মে	৩০ আষাঢ়-৩০ ভাদ্র ১৫ জুলাই-১৫ সেপ্টেম্বর	০১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী
৭৭।	সূর্যমুখী (খরিপ-২)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক-০১ মাঘ ১৫ নভেম্বর-১৫ জানুয়ারী	৩১ বৈশাখ ১০ মে
৭৮।	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রাহায়গ ০১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৭৯।	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ০১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৮০।	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-০১ চৈত্র ০১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৮১।	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	০২ মাঘ- ০১ চৈত্র ১৫ জনুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৮২।	কুসুম ফুল (সেফ ফ্লাওয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	০২ মাঘ- ০১ চৈত্র ১৫ জনুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৮৩।	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিণ ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ০১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৪।	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ০১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর

(চলমান পাতা-৪)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক "সময়সীমা
		ঋণ বিতরণকাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহকাল	
১	২	৩	৪	৫
(ঝ)	ডাল শস্য			
৮৫।	মুগডাল (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন-০১ বৈশাখ ০১ মার্চ- ১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-০১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ০১ অক্টোবর
৮৬।	মুগডাল (খরিপ)	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিণ ০১ আগষ্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	২৯ আশ্বিন-১৬ পৌষ ১৫ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ ফাল্গুন ০১ মার্চ
৮৭।	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-০১ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	০১ পৌষ- ১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবগ ০১ আগষ্ট
৮৮।	মাসকালাই (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন-০১ বৈশাখ ০১ মার্চ- ১৫ এপ্রিল	০২ জ্যৈষ্ঠ- ৩০ আষাঢ় ১৭ মে-১৫ জুলাই	১৫ আশ্বিন ০১ অক্টোবর
৮৯।	মাসকালাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবগ -২৯ আশ্বিণ ১৫ আগষ্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ০১ জানুয়ারী
৯০।	মাসকালাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ১৫ অকেটাবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ- ১৬ ফাল্গুন ০৭ জনুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৯১।	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯২।	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩১ জুলাই
৯৩।	মসুরী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
৯৪।	খেসারী	১৬ আশ্বিণ-১৬ অগ্রহায়গ ০১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
৯৫।	মটর (ফিল্ডপী)	৩০ আশ্বিণ-১৬ অগ্রহায়গ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ- ৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
৯৬।	মাটি কলাই (কাউপী/ফ্যালন)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়গ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ- ৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবগ ৩১ জুলাই
(ঞ)	দানা শস্য ঃ			
৯৭।	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ০১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবগ ০১ জুন-৩১ জুলাই	১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৯৮।	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৯৯।	সবুজ সার (ধৈঞ্চা/ছনপাট)	এপ্রিল/মে	জুলাই/আগষ্ট	৩১ ডিসেম্বর

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(ক) ক্রমিক নং-৬৪ হতে ৯৯ পর্যন্ত শস্য/খাতসমূহ সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীরও অন্তর্ভুক্ত ।

(খ) তারকা (*) চিহ্নিত ফসলগুলো সারা বছরই চাষাবাদ হয় বিধায় ব্যাংক সমূহ সারা বছরই উক্ত খাতসমূহে ঋণদান করতে পারবে। ফসল পঞ্জিকায় বর্ণিত বাংলা ও ইংরেজী তারিখের মধ্যে গরমিল দেখা দিলে ইংরেজী তারিখ অনুসরণীয় ।